দৈনিক দুর্নীতির বার্তা
https://dainikdurniti.com
প্রকাশনা: বৃহস্পতিবার, ২৩ জুলাই, ২০২৬ | ৮ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
সংবাদ নেয়া হয়েছে: বুধবার, ২২ জুলাই, ২০২৬ | ৭ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
মূল্য ১২ টাকা

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

দুর্নীতির অভিযোগ বিআইডব্লিউটিএর নিবাহী প্রকৌশলী মামুন আল ফয়সালের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদক, বিআইডব্লিউটি এর নিবাহী প্রকৌশলী মামুন আল ফয়সাল। পড়ালেখা করেছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট)। ছাত্রজীবনে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। এই সুবাদে চাকরীজীবনে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দুর্নীতি করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।।অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০১০ সালে চাকরী যোগদান করেন। এরপর উদ্ধার ইউনিট প্রত্যয়, নিভীক, দূরন্ত ও দূর্বার জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যোগদানের পর বিদেশ ভ্রমণ এবং উদ্ধার ইউনিট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কোরিয়ান কোম্পানির কাছ থেকে বিদেশে বসে কোটি কোটি টাকা লেনদেন করেছেন। উদ্ধার ইউনিটে যে সমস্ত মুল্যবান মালামাল/যন্ত্রপাতি কোরিয়ান কোম্পানিকে দেওয়ার কথা ছিল তা না দিয়ে উল্টো মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে নিম্নমানের মালামাল ও অনেক কম আইটেমের মালামাল গ্রহণ করেন। এমনকি খানপুর স্টোরে সঠিক ভাবে মালামাল বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। স্টোরে ও মালামালের লিস্ট করতেও পারে নাই। এ যেন শুভকরের ফাঁকি।তিনি নিবাহী প্রকৌশলী হওয়ায়,এমএমই বিভাগ বরিশাল নৌ বহরে চাকরির করেন। নৌবহর বরিশালের আওতায় জলযানের রিপেয়ার নামে কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। পরে নৌ মেরামত কেন্দ্রের নারায়নগঞ্জের চেয়ারে বসেন তিনি। প্রতিটি জাহাজের রিপেয়ার নামে ওভার ইষ্টিমেট করে কোটি টাকার তছরুপ করা হয়।অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, মামুন আল ফয়সাল তার আমলে জাহাজের নামে লাখ লাখ টাকার আর্থিক আনুমোদন নিলেও কাজের কাজ কিছুই করেন নি। বিভিন্ন জাহাজের ষ্টাফ মাষ্টার ও ড্রাইভারের কাছ থেকে জানা যায়, জাহাজের ভাল -ভাল মালামাল বাদ দিয়ে ওই মালামালের ইষ্টিমেট করে নিদিষ্ট লোক দ্বারা চায়না মালামাল ফিটিং করেন। যা বেশিদিন টিকসই হয়না। আবার সমস্যা দেখা দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় আবারও ষ্টিমিট...

দুদকে তদন্তের আবেদন প্রধান প্রকৌশলী মো. খালেকুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে, হুমকির অভিযোগে থানায় জিডি

নিজস্ব প্রতিবেদকগণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. খালেকুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে বদলি বাণিজ্য, টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনিয়ম, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ তুলে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) তদন্তের আবেদন করা হয়েছে। একই সময়ে একজন সাংবাদিক দাবি করেছেন, অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য জানতে ফোন করলে প্রধান প্রকৌশলী তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেন। এ ঘটনায় রাজধানীর মতিঝিল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও (জিডি) করা হয়েছে।দুদকে জমা দেওয়া লিখিত অভিযোগে আবেদনকারী মো. মানিক মিয়া দাবি করেন, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. খালেকুজ্জামান চৌধুরীর কর্মকাণ্ড নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। এসব অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, বদলি ও পদায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন এবং প্রভাব খাটানোর অভিযোগ রয়েছে। আবেদনকারীর ভাষ্য অনুযায়ী, অধিদপ্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মকর্তা নিয়োগ ও পদায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে এবং এসব বিষয়ে তদন্ত করে প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করা জরুরি।অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, বরখাস্ত প্রকৌশলী মো. সাইফুজ্জামানকে ব্যাকডেটে বদলি দেখিয়ে পুনর্বহালের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে কি না, সে বিষয়েও তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। আবেদনকারী দাবি করেন।দুদকে দেওয়া অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, একাধিক উচ্চমূল্যের সরকারি দরপত্র পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম বা অবৈধ প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। আবেদনকারী মনে করেন।অভিযোগপত্রে ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। আবেদনকারীর দাবি, সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজস্ব বলয়ের কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ বা পদায়নের অভিযোগ রয়েছে।দুদকে দেওয়া আবেদনে আরও অনুরোধ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ, প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ, আর্থিক লেনদেনের তথ্য যাচাই এবং...

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আউটসোর্সিং কর্মী নিয়োগের দানে ঘুষের সিন্ডিকেটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আউটসোর্সিং কর্মী নিয়োগকে ঘিরে ঘুষ, অনিয়ম ও চাকরি বাণিজ্যের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘ ৮ থেকে ১৬ বছর কর্মরত বহু অভিজ্ঞ কর্মীকে বাদ দিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে নতুনদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। আর এর মূল হোতা হিসেবে নাম উঠে এসেছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান পিমা এসোসিয়েটস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. দেলোয়ার হোসেনের (দুলাল) বিরুদ্ধে। পাশাপাশি তার সহযোগি হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিবহন কর্মকর্তা মো. হাফিজ উদ্দিন প্রধান এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মো. নাছির উদ্দিনের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে।নিয়োগ বঞ্চিত আউটসোর্সিং কর্মচারীরা বলছেন, দীর্ঘ ৮ থেকে ১৬ বছর কাজ করার পরও নতুন করে নিয়োগে আমাদের কাছ থেকে টাকা দাবি করা হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িতরা পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছে টাকা ব্যতিত কোন পুরাতন কর্মী চাকুরিতে প্রবেশ করতে পারবে না। কেবল টাকা দিলেই চাকরিতে পুনঃবহাল ও তালিকায় নাম উঠানো হবে। তাদের চাহিদা মতো আমরা টাকা দিতে পারিনি বলে তালিকায় নাম উঠানো হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত এপ্রিল মাসে ই-জিপি প্যাকেজের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে আউটসোর্সিং কর্মচারীদের নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ পায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান পিমা এসোসিয়েটস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. দেলোয়ার হোসেন দুলালের সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মো. নাছির উদ্দিন এবং পরিবহন কর্মকর্তা মো. হাফিজ উদ্দিন প্রধান মিলে যাবতীয় টেন্ডারের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। টেন্ডারের সাবমিশন করার সময় যাদের বায়োডাটা আপলোড করা হয়েছে তাদের নাম নিয়োগ তলিকায় উঠানো হয়নি। দৈনন্দিন কাজে গতিশীলতা আনায়ন, স্বল্পতম সময়ে সেবাগ্রহণ, স্বচ্ছতা,...

মতামত

সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ইঞ্জিঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম সরকার